যুগান্তর

তারিখ ..... 4 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ১

ফরিদপুরে সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে লাখ লাখ টাকা দুর্নীতি

ফরিদপুর ব্যুরো

ফরিদপুরে সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের টাকা ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে লোপাট করা হচ্ছে বছরের পর বছর। অনিয়ম আর দুর্নীতির মাধ্যমে সুসংশ্লিষ্ট একটি চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এছাড়া বর্তমানে কলেজে দলাদলির কারণে কলেজটি তার সুনাম হারাতে বসেছে। অভিযোগে জানা যায়, প্রতি বছর কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষা, ফরম পূরণ, ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা এবং এ কলেজে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অনার্স পরীক্ষাগুলো পরিচালনার জন্য আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা। সব মিলে মোট আদায় প্রায় ৩৫ লাখ টাকা।

> শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী উপরোল্লিখিত খাতে যাবতীয় ব্যয় সম্পাদনের পর অবশিষ্ট অর্থের শতকরা ১৫ ভাগ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ বিধান না মেনে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে সিংহভাগ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এতে একদিকে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার, অন্যদিকে বঞ্চিত হচ্ছেন কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা।

সাধারণ শিক্ষকদের ধারণা, পরিপত্র অনুযায়ী উল্লিখিত খাতে যাবতীয় ব্যয় সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট প্রায় ৩০ লাখ টাকা থেকে সরকারি কোষাগারে জমা হবে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ৫ লাখ টাকার স্থলে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখানো হয় প্রায় ২৫ লাখ টাকা। এ ভুয়া ভাউচারের কারণে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ১০ লাখ টাকা। ওই টাকা থেকে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয় মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ফলে প্রতি বছর শুধু এ খাতেই সরকারের আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৩ লাখ টাকা এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা বঞ্চিত হন বাকি ১৭ লাখ টাকা প্রাপ্তি থেকে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ জমা দেয়ার বিধান চালুর পূর্ববর্তী বছরের কোন একটি ব্যয়ের সঙ্গে বর্তমানের অনুরূপ একটি ব্যয়ের তুলনা করলেই ভুয়া ভাউচারের বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যাবে। অনার্স ১ম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৭ সালে যেখানে পরিচালনা ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৭০ হাজার টাকা, সেখানে ২০০৮ সালে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

অনুরূপ একাদশ অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষা ২০০৭ সালে যেখানে পরিচালনা ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার টাকা, সেখানে ২০০৮ সালে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল খালেক মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসব বিষয় অস্বীকার করে বলেন, তিনি কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। অর্থ আয়-ব্যয়ের হিসাব নথিপত্রে আছে।